যায়যায়দিন

তারিখ 29 FEB 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ঢাবিতে ছাত্রলীগ নেতাদের সিটবাণিজ্য

যায়যায়দি রিপোর্ট

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে বেশ ঘাপটি ও প্রতিকারহীনভাবে চলছে ছাত্রলীগের সিটবাণিজ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা অনেক স্বপ্ন আর আশা নিয়ে ভর্তি হয়। আর সাধারণ শিক্ষার্থীদের এই আশায় গুড়ে বালি দেয় সিটরাজনীতির নতুন অপসংস্কৃতি। হলে থাকতে রাজনীতি করতে হবে- এমনটাই এখন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে হলগুলোতে। সিটে তোলার মাধ্যমে এই শিক্ষার্থীর কাঁধে তুলে দেয়া হয় রাজনীতির নতুন সংস্কৃতি। এর সঙ্গে আছে গেস্টরুম নামের উদ্ভট সংস্কৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবক'টি হলেই এই গেস্টরুম প্রথা আছে। নবীন শিক্ষার্থীদের রাজনীতি শিক্ষা দিতেই এই ধরনের গেস্টরুম বানানো হয় বলে জানান কয়েকটি হলের নেতারা।

প্রতিবছর পাঁচ হাজারের ওপর নতুন শিক্ষার্থী যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে। তবে প্রতিবছর বাড়ে না বিশ্ববিদ্যালয়ের সিট বা থাকার জায়গা। এর ফলে আবাসন সমস্যা প্রকট থেকে প্রতিনিয়ত প্রকট হচ্ছে প্রতিবছরই। জিয়া হলের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী মাসুদ বলেন, এই সিটকে পুঁজি করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের দিয়ে রাজনীতির নামে অপরাজনীতি চলে। আর এই আবাসন সমস্যার মূলে রয়েছে ছাত্রলীগের কৃত্রিম প্রশাসনিক দায়িত্ব। হলের সিট বণ্টনের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বা হল প্রশাসনের থাকলেও তা নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তখন সে দলের ছাত্র সংগঠন হলের কৃত্রিম আবাসন সঙ্কট সৃষ্টি করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের রাজনীতিতে আসতে বাধ্য করে।

সিট দখল নিয়ে জহুরুল হক হলে জানুয়ারি মাসে দু'বার মারামারির উপক্রম হয়েছে। একই ধরনের সমস্যা হচ্ছে এসএম হলে। এসএম হলে বহিরাগতদের হলে থাকা নিয়ে চলছে সাধারণ

> হলে থাকতে রাজনীতি করতে হবে- এমনটাই এখন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি এসএম হলে চরম উত্তেজনা বিরাজ করে। পরে হল প্রশাসন ও হল শাখা ছাত্রলীগ বৈঠক করে বিষয়টি মীমাংসা করে। তবে অবৈধভাবে যারা হলে সিট দখল করে আছে ছাত্রলীগের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি হল প্রশাসন।

এছাড়াও ১৫ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ স্যার এ এফ রহমান শাখা অবৈধভাবে থাকাদের হল থেকে বের করে দিতে চাইলে হলের গেস্টরুমসহ কয়েকটি রুম ভাংচুর করে ছাত্রলীগকর্মীরা। বিভিন্ন হলের কয়েকজন শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, হলের ছাত্রলীগের পরিচয় দিয়ে এবং ছাত্রলীগ নেতাদের আত্মীয়স্বজন সিট থাকছে। এদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোনো ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর সিট বণ্টনের দায়িত্ব হচ্ছে হল প্রশাসনের। তবে মেয়েদের হল এবং স্যার এ এফ রহমান হল বাদে প্রায় সবগুলো হলেই ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণেই চলছে সিট বণ্টন। হল প্রশাসন হলে সিট বণ্টন করলেও সিটে তুলে দেয় না।

সূত্র মতে, হলগুলোতে প্রশাসনের নেই কোনো নিয়ন্ত্রণ। প্রশাসন থাকলেও নেই কার্যক্রম। হলগুলো নিয়ন্ত্রণ করছেন ছাত্রলীগের নেতারা। এদের অনেকের আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব নেই। বেশিরভাগ হলের ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব নেই। তারা এখনো হলগুলোতে একটি করে সিঙ্গেল রুম দখল করে আছেন।

জহুরুল হক হলের গণরুমে থাকা এক শিক্ষার্থী নাম না প্রকাশ করার শর্তে বলেন, অনেক আশা নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। তবে সিট রাজনীতির জন্য তিনি পড়ালেখা করতে পারছেন না। হলে অবৈধভাবে সিট দখলের বিষয়টি স্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, কোনো কোনো হলে কিছু অবৈধভাবে থাকছে শুনেছেন। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।